# সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

84

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

# বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

# সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ ফাল্গুন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গমহিলারা ধীরে ধীরে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশে সর্বত্র ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রমশ দেখা দিতে লাগিল। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৫৪), মজিলপুরনিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলা-বান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।(১) অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশ তাঁহারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হইল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যেসকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, অগ্রে সেগুলির কথা আলোচনা করিব।

**বঙ্গমহিলা।** মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গমহিলা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন :

> "এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি

---

১ এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি সাময়িকপত্র : রেঃ এস. সি. ঘোষ-সম্পাদিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' (মাসিক), জুলাই ১৮৬৯। ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'নারী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাল হইতে প্রকাশিত 'বালারঞ্জিকা' (সাপ্তাহিক), এপ্রিল ১৮৭৩। 'হেমলতা' (পাক্ষিক), অক্টোবর ১৮৭৩। ডাঃ ভুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত 'পরিচারিকা' (মাসিক), মে ১৮৭৮।

বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতকগুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণস্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনীদের ন্যায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতালাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

"বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথায়ও নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ

**অনাথিনী**। ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা; (২) সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকপত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।"

২ 'অনাথিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্বে নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে "ভুবনমোহিনী দেবী"—এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা সাব-রেজিস্টার অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মস্থল ধুলিয়ান হইতে 'অনাথিনী' প্রকাশ করেন। থাকমণি দেবী সম্ভবত তাঁহার কন্যা হইবেন। 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"

**হিন্দুললনা।** বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুললনা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন :

"হিন্দুললনা—এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 'বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশ-হিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিতা হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহারে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর..।' হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।..বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"

**ভারতী।** 'ভারতী'র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের পত্নী সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—

"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"

কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল,—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।"

অতঃপর 'ভারতী'র লালন-পালনের ভার প্রধানত স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার দুই কন্যার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কার্যকাল এইরূপ—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮ম-৯ম | বর্ষ : | ১২৯১-১২৯২ সাল | 'ভারতী' | স্বর্ণকুমারী দেবী |
| ১০ম-১৬শ | বর্ষ | ১২৯৩-১২৯৯ সাল | 'ভারতী' ও বালক' | ঐ |
| ১৭শ-১৮শ | বর্ষ | ১৩০০-১৩০১ সাল | 'ভারতী' | ঐ |
| ১৯শ-২১শ | বর্ষ | ১৩০২-১৩০৪ সাল | 'ভারতী' | হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী |
| ২৩শ-৩১শ | বর্ষ | ১৩০৬-১৩১৪ সাল | 'ভারতী' | সরলা দেবী |
| ৩২শ-৩৮শ | বর্ষ | ১৩১৫-১৩২১ সাল | 'ভারতী' | স্বর্ণকুমারী দেবী |
| ৪৮শ-৫০শ | বর্ষ | ১৩৩১ বৈশাখ-<br>১৩৩৩ আশ্বিন | 'ভারতী' | সরলা দেবী |

'ভারতী'র খ্যাতি ও গৌরবের কৃতিত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ।াথ সত্যেন্দ্রনাথের হইলেও সম্পাদিকাদের হস্তে ইহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সম্পাদিকাগণের বহু সুলিখিত রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

**পরিচারিকা**। ১২৮৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (৮ মে ১৮৭৮) এই নামের একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কেশবচন্দ্রের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা'র পালনের ভার পড়ে আর্য্যনারীসমাজের উপর; এই সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ২৯ জুলাই ১৮৮৭ (১৪ শ্রাবণ ১২৯৪) তারিখে যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :

"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্য্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ

লেখা লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই বারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশাজনক। স্ত্রীলোকের পত্রিকা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বামাকুল-হিতৈষী মহাশয়েরা এরূপ সুরুচিসম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণ-বিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

মোহিনী দেবীর মৃত্যুর (৬ মে ১৮৯৪) পর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী (৩) কিছু দিন 'পরিচারিকা' পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা'র নব পর্যায় প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যায় 'পূর্ব-কথা'র উল্লেখ আছে, উহা এইরূপ :

"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচারিকার প্রথম প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।..

"কিছু কাল পরে ইহা আর্য্যনারীসমাজের মুখ্য পত্রিকারূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের পরিচারিকাও তখন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কিছু কাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল।

"প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পরে আর্য্যনারীসমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারীসমাজের তরফ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থ সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টাবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।"

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় সুচারু সেন-সম্পাদিত 'পরিচারিকা'র "২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা"র প্রকাশকাল—৩০ এপ্রিল ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) পাওয়া যাইতেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

হিরণ্ময়ী দেবী সরলা দেবী

ইন্দিরা দেবী

প্রতিভা দেবী

মোহিনী দেবী

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

হেমলতা দেবী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

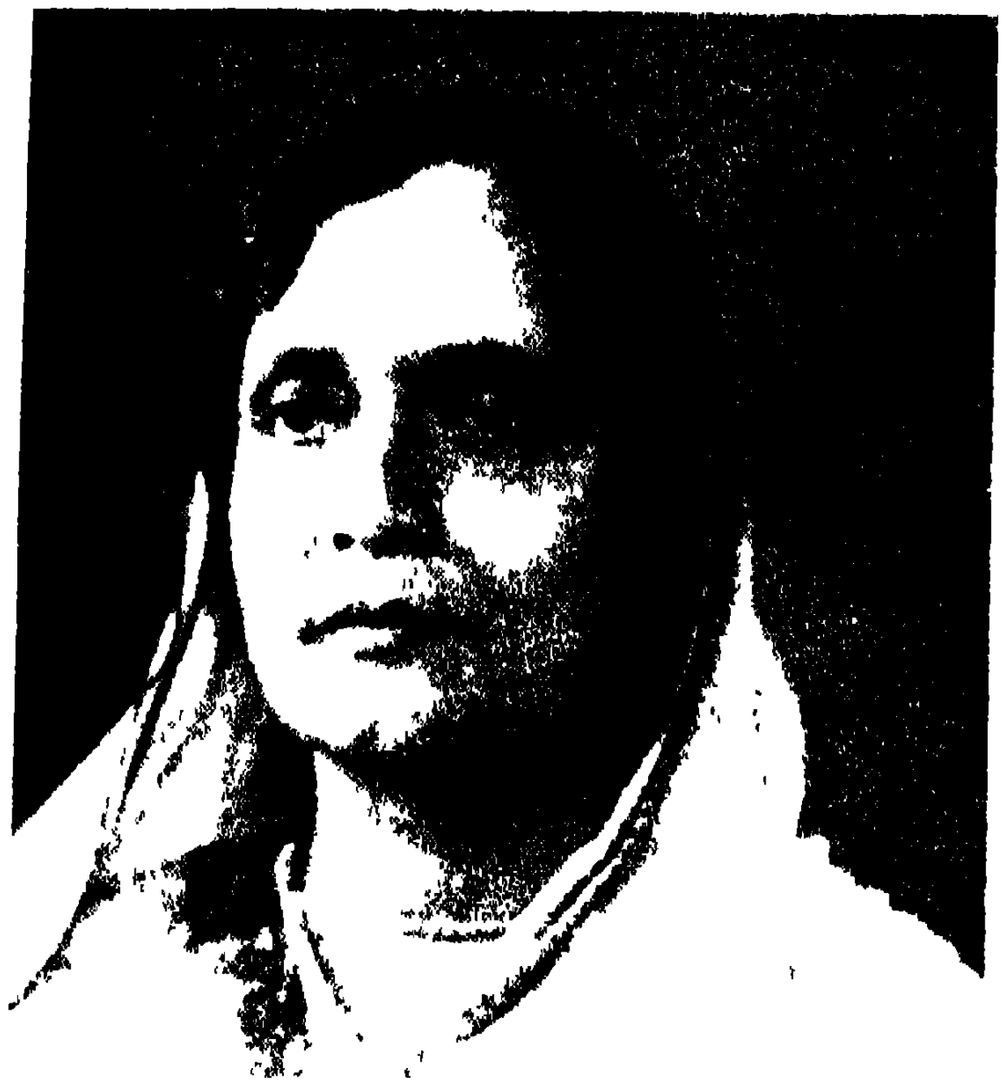

কুমুদিনী বসু

নিরুপমা দেবী

বনলতা দেবী

**খৃষ্টীয় মহিলা** নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটী পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

**বঙ্গবাসিনী**। ইহাই বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২ আশ্বিন ১২৯০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' 'বঙ্গবাসিনী'র এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :

"বঙ্গবাসিনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা।—ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১৷৷০ টাকা, মফস্বলে ২৷০। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক শিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ! প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

"লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

"এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন [কার্তিক?] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে।..বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নানা কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।..শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ। বঙ্গবাসিনী কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্বণ টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্য্যালয়।

পরবর্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ লেখেন :

"বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

**সোহাগিনী**। মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে 'সোহাগিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং গরানহাটা স্ট্রীট হইতে হৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

**বালক**। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :

"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

**বিরহিণী**। মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্তিক ১২৯৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। ইহা সম্পাদন করিতেন সুশীলাবালা দেবী। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। ইহা প্রধানত গল্পের কাগজ ছিল।

**পুণ্য**। ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানব-

মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

প্রজ্ঞাসুন্দরী ৩য় বর্ষ (১৩০৭-৮) পর্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

**অন্তঃপুর**। এই নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর' "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"। প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা'য় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

'অন্তঃপুর' দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। বনলতা দেবীর মৃত্যু হইলে যাঁহারা এই পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল—

| | |
|---|---|
| ১৩০৭ মাঘ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)- | |
| ১৩১১ বৈশাখ (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) | হেমন্তকুমারী চৌধুরী |
| ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)- | |
| ১৩১১ ভাদ্র (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) | কুমুদিনী মিত্র |
| ১৩১১ আশ্বিন (৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)- | |
| ১৩১১ মাঘ (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) | লীলাবতী মিত্র |
| ১৩১১ ফাল্গুন, চৈত্র (৭ম বর্ষ, ১১শ ১২শ সংখ্যা) | সুখতারা দত্ত |
| ১৩১২ বৈশাখ (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) . . | ঐ |

১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৫) বিরাজমোহিনী রায় সম্ভবত 'নব পর্য্যায়ে'র 'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন।

ইহাই হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। সংখ্যায় এগুলি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনেকটা বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল। প্রধানত পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলির আদর্শে গঠিত হইলেও নারীকণ্ঠে নারীসমাজের অভাব-অভিযোগ ও কর্তব্যের কথা এগুলিতে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে বঙ্গমহিলাকুলের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

## ২

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯০১) হইতে আজ পর্যন্ত পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার তেমন সংখ্যাবাহুল্য ছিল না। এই সময়কার পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি—

**মুকুল।** ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে বালক-বালিকাদের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭ সাল) 'মুকুল' সম্পাদন করেন শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী। চব্বিশ বৎসর চলিয়া 'মুকুলে'র প্রচার রহিত হয়: বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (প্রকাশকাল মে ১৯১৮) হইতে ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (প্রকাশকাল জুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত সম্পাদিকা-হিসাবে লাবণ্যপ্রভা সরকারের নাম পাওয়া যাইতেছে। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে ইহার নব পর্যায় প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা শকুন্তলা দেবী। ৩য় বর্ষ হইতে বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; তিনি ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত 'মুকুল' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

**ভারত-মহিলা।** ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত-মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য 'ভারত-মহিলা'র জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ভারত-মহিলা' এ দেশ ও বিদেশের চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণীগণের নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক চিন্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতিসাধক অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইবে।"

'ভারত-মহিলা' প্রথম কয়েক বৎসর সগৌরবেই চলিয়াছিল। ইহা ১৩ বৎসর জীবিত ছিল।

**জাহ্নবী।** ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় 'জাহ্নবী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ৩য় বর্ষ—১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিনী। মুখ্যতঃ নিষ্পিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত।"

সুষ্ঠুভাবে তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) পত্রিকা পরিচালনার পর গিরীন্দ্রমোহিনী অবসর গ্রহণ করেন; সঙ্গেসঙ্গে 'জাহ্নবী'ও লুপ্ত হয়।

**সুপ্রভাত।** ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'সুপ্রভাত' পত্রের উদয়। এই সচিত্র মাসিক-পত্রিকার সম্পাদিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে 'বসু')। 'সুপ্রভাতে'র কণ্ঠে এই কবিতাটি শোভা পাইত—

"সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।"

মহিলা-পরিচালিত মাসিকপত্রগুলির মধ্যে 'সুপ্রভাতে'র স্থান অতি উচ্চে; নয় বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইবার পর ইহা লুপ্ত হয়।

**গৃহলক্ষ্মী।** ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষেই বোধ হয় ইহা লুপ্ত হয়।

**ভারত-লক্ষ্মী।** ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে এই নামের একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

**মাহিষ্য-মহিলা।** ইহা একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা; ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন (নদীয়া) হইতে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'মাহিষ্য সমাজের অসাড় দেহে শক্তি সঞ্চরণ করিবার নিমিত্তই' ইহার আবির্ভাব। ইহাতে 'রমণীগণের কর্ত্তব্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পাতিব্রত্যধর্ম্ম, সন্তান-প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি ব্যবহার, রন্ধন-প্রণালী, মুষ্টিযোগ, মহাভারতীয় নীতিকথা, প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া বিশদভাবে আলোচিত' হইত। 'মাহিষ্য-মহিলা' অনিয়মিত ভাবে চার-পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল।

**প্রেম ও জীবন।** মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩১৯; সম্পাদিকা হেমলতা দেবী। ১৯ নং ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

**আনন্দ-সংগীত পত্রিকা।** এই 'সংগীত বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা' ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইঁহাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাখানি আট বৎসর—১৩২৮ সালের আষাঢ়

সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে আশুতোষ চৌধুরী ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :

"আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্য্য সংগীতের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও সংগীতের উন্নতিকল্পে দুই একটি সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির দ্বারা সংগীতের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'সংগীত সংঘ' নামে একটি শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সংগীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সংগীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্য্য সংগীতের শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয় তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সংগীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময়-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুঝি বা অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে আর্য্যসংগীত ও আর্য্যযন্ত্রাদি লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বসিবে।..

"সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সংগীত-পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহার নাম 'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা' রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গানগুলিকে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামত স্বর-লিপি বাহির করিয়া গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি কত রকমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি তো গানের শব্দ প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর তাল লয়ে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কণ্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই। নানা প্রণালীতে সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা সহজে লোকের যাহাতে বোধগম্য হয় এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামে একটি সংগীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান আমার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে এত দিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচি বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়

যে এত বড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন।..আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সঙ্গীত সঙ্ঘে যত গান হিন্দুস্থানী ও ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। এবং অন্যান্য সঙ্গীতও প্রকাশিত হইবে।

"সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহার উপক্রমণিকা খুব সংক্ষেপে বলিয়া সহজে গান শিক্ষার স্বরলিপি প্রণালী এই পত্রিকাতে দেখাইয়া দেওয়া হইবে।..যে প্রণালীতে যে স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে সঙ্গীত-প্রকাশিকা এত দিন প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা গান ও সেতারের গতের সুর লিখিয়া পাঠকদিগের শিক্ষার জন্য সেই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রকাশ করিব। ইহার প্রথম সূত্রপাতে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাহির করিয়াছিলেন ইহা প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। ইহার সহজ সঙ্কেত একবার শিখিয়া লইলে গান শিক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে।"

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে অসংখ্য স্বল্পায়ু পত্রিকার আবির্ভাবে আমরা জর্জরিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের নারী-সমাজও পিছাইয়া থাকেন নাই। পশ্চিম হইতে প্রগতির বন্যা আসিয়াছে, পুরুষদের সঙ্গে তাঁহারাও প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কথা নিজের ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং প্রগতিমূলক বিবিধ পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছেন। শিশুদের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আস্থা হারাইয়া তাঁহারা নূতন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা-বিষয়ক প্রচার চাহিয়াছেন, সে সম্পর্কেও নানা পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান মহিলা-সমাজেও নবজাগরণ আসিয়াছে, তাঁহারাও যথাসাধ্য এই উদ্যমে যোগ দিয়াছেন, নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও মেয়েরা পশ্চাৎপদ থাকিতে চাহেন নাই। রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত সাধারণ ও দলগত পত্রিকাও তাঁহারা বাহির করিয়াছেন। অধিকাংশই স্থায়ী হয় নাই। নাম পাইয়াছি কিন্তু পত্রিকা সংগ্রহ করা যায় নাই; আমাদের সাধ্যমত সন্ধান করিয়া বিলুপ্তির গর্ভ হইতে যে-কয়টিকে উদ্ধার করিতে

পারিয়াছি সে-কয়টির উল্লেখ করিলাম; পরবর্তী অনুসন্ধানকারীরা, আশা করি, আমা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হইবেন। তবে দীর্ঘস্থায়ী অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার যোগ্য পত্রিকাগুলি বোধ হয় বাদ পড়ে নাই।(৪)

**পরিচারিকা** (নব পর্য্যায়)। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদিকা কুচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পত্রিকার কণ্ঠে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' এই পংক্তিটি শোভা পাইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

> "পরিচারিকার নব পর্য্যায় বাহির হইল।..সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ৪০ বৎসরের কথা, যখন বাঙ্গালা দেশে পরিচারিকার প্রথম আবির্ভাব হয়। তখনকার সমাজ ও এখনকার সমাজে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য জিনিসটা বোধ হয় সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব কালে নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্যের উপর খাড়া হইয়া থাকিতে চায়, সুতরাং তখনকার দিনে মুখ্য ভাবে যাহা স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঠিক যদি সে সেই উদ্দেশ্যেই আবার আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লজ্জার ছাপ পড়িবে না।"

রানী নিরুপমার সম্পাদনায় নব পর্য্যায়ের 'পরিচারিকা' আট বৎসর (১৩২৩-৩১) সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল।

**আন্নেসা**। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে, বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; নারীকল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। 'আন্নেসা' "মোহম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত" হইত।

৪ মেয়েদের স্কুল-কলেজ হইতে সাময়িকভাবে পত্র-পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতা দেবী-সম্পাদিত মাসিক 'দীপালি' (ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ফাল্গুন ১৩২৭), সুবর্ণময়ী গুহ-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'দীপক' (পাবনা বালিকা-বিদ্যালয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৮), সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপ' (শিবপুর ভবানী বালিকাবিদ্যালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কিশোরী' (সুধা দেবী-সম্পাদিত, আশ্বিন ১৩৩৮), 'রূপরেখা' (জাহান-আরা চৌধুরী, পৌষ ১৩৩৯; পর-বৎসর হইতে 'বর্ষবাণী' নামে), 'সোনার কাঠি' (রাধারাণী দেবী, আশ্বিন ১৩৪৪), 'উৎসব' (শান্তা দেবী-সম্পাদিত, মাঘ ১৩৪৫) প্রভৃতির মত বার্ষিক সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বিবরণ সংকলন করিবার চেষ্টা করি নাই।

**বাঙ্গলার কথা।** ১৩২৮ সালের ১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় "বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র" 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলার কথা' প্রসঙ্গে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

"আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।.."

চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করিলে তৎপত্নী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) হইতে 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকা হন। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহাতে শরৎ চন্দ্রের অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শিক্ষার বিরোধ,' 'স্বরাজ সাধনায় নারী,' 'সত্য ও মিথ্যা,' 'মহাত্মাজী' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

**নব্যভারত।** এই সুপরিচিত মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে (১২ ভাদ্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে

তৎপত্নী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪৩শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

**শ্রেয়সী।** ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পত্নী কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ সহ কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীনাঃ
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ শ্রেয়োরণীতে॥"
"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায়্ যে যেটা চায়॥
যে ন্যায়্ শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ন্যায়্ প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"
—কঠোপনিষদ্, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক

প্রধানত শান্তিনিকেতনবাসিনী মহিলাদের রচনা 'শ্রেয়সী'তে স্থান পাইত। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানি 'শান্তিনিকেতন' পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত পত্রের 'নারী-বিভাগ'-রূপে কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় ১৩৩০ সালের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত 'শ্রেয়সী' জীবিত ছিল।

**সেবা ও সাধনা।** ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা একা ইন্দুনিভা দাসই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

**মাতৃ-মন্দির।** ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যতম সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী প্রথম বর্ষের শেষে লেখেন :

"মেয়েদের মধ্যে সাধারণ রকম কিছু কিছু উপদেশ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপন-প্রচার—এ ব্যবসায়-বুদ্ধিটুকুও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুই তিন সংখ্যা বের হবার পর বোঝা গেল,

'রথ দেখা আর কলা বেচা' একসঙ্গে করতে গেলে রথ-দর্শন সার্থক হয় না, প্রাণের নিবেদন ঠাকুরের কাছে পেঁছে না। আমরা অতঃপর ইহাকে মহিলাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকায় পরিণত করতে চেষ্টা পেয়েছি।" (চৈত্র ১৩৩০)

প্রথম পাঁচ বর্ষ (১৩৩০-৩৪) সুরবালা দত্ত এবং পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুশীলা নন্দী 'মাতৃ-মন্দিরে'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

**বঙ্গনারী**। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ হইতে এই মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিকা চিন্ময়ী দেবী।

**শ্রমিক**। সন্তোষকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় এই নামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

**ত্রিপুরা হিতৈষী**। ৭০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে গুরুদয়াল সিংহের সম্পাদনায় কুমিল্লা হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কমনীয়কুমার সিংহ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি জীবিত রাখেন। ১৩৩১ (?) সালে কমনীয়কুমারের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা ঊর্মিলা সিংহ অনেক দিন 'ত্রিপুরা হিতৈষী' পরিচালন করিয়াছিলেন।(৫)

**বঙ্গলক্ষ্মী**। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নবেম্বর) মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :

"বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহারই মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' বাংলার নারী-সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাংলার মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীশিক্ষার অবস্থা এবং নারী-জাতির উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

৫ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

"সঙ্গবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে এ যুগে কোন কার্য্যে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। নারীগণও তাঁহাদের উন্নতিসাধন মিলিতভাবে করিলে তাহা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া নারীগণ যাহাতে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সেই সহজ সরল সত্যটি নারীসমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই 'বঙ্গলক্ষ্মীর' প্রধান উদ্দেশ্য।"

'বঙ্গলক্ষ্মী' আগাগোড়াই মহিলা-হস্তে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সম্পাদিকাগণের কার্যকাল এইরূপ :

| | |
|---|---|
| ১৩৩২ অগ্রহায়ণ-১৩৩৩ চৈত্র | কুমুদিনী বসু, বি. এ. |
| ১৩৩৪ বৈশাখ-কার্তিক | লতিকা বসু, বি. লিট্ (অঙ্কন) |
| ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ-১৩৫৫ কার্তিক | হেমলতা দেবী (ঠাকুর) |
| ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ | হেমলতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত |

**পাপিয়া**। ঢাকা হইতে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় 'পাপিয়া' নামে ছোটদের একখানি সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে। পর-বৎসর ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় এবং '১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে।

**অর্ঘ্য**। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪; সম্পাদক প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর।

**তরুণ শক্তি**। মানভূমের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্মিসংঘ ও আশ্রমের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্রিকাখানি জন্মগ্রহণ করে; পুরুলিয়া হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিলে 'তরুণ শক্তি'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন রাজবালা দেবী।(৬)

**আলোক**। আলোক-সঙ্ঘের মুখপত্রস্বরূপ এই মাসিকপত্রখানি প্রভাত-রঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট পথিকে লেখক সমাজে ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত করা তোলাই হচ্ছে এর কাজ।"

৬ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

**মুক্ত**। সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; পরিচালিকা তরুবালা সেন; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭, শনিবার।

**জয়শ্রী**। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রথমে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। লীলাবতী নাগ (পরে 'রায়') ইহার সম্পাদিকা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য

"বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের চিন্তা ও কর্ম্মের গতি নির্দ্দেশ এবং ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন কার্য্যে স্থান গ্রহণের সহায়তা করা।"

একাধিক বার সরকারী লাঞ্ছনার ফলে মাঝে মাঝে 'জয়শ্রী'র অদর্শন ঘটিয়াছে। প্রথম বারে প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ থাকিয়া, ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার ছয় বৎসর বন্ধ থাকে। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাস (১১শ বর্ষ) হইতে 'জয়শ্রী' পুনরায় প্রচারিত হইতেছে; এই সংখ্যার সূচনায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"দীর্ঘ ছয় বৎসর পর জয়শ্রী আবার উপস্থিত করছে তার বক্তব্য দেশের কাছে।..

"জয়শ্রীর বলবার কথা কি? সর্ব্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়শ্রী করে চলেছে আপোষহীন সংগ্রাম। কিন্তু কেবলমাত্র পরাধীনতা দূর করার দ্বারাই নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে না। নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়শ্রীর ধারণা ও পরিকল্পনা ক্রমশঃ তার পাতায় প্রকাশ পাবে।

"রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'জয়শ্রী' সমাজতন্ত্রবাদী। তবে অর্থনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বকে সে স্বীকার করে না। সংস্কৃতি ও সমাজক্ষেত্রে জড়বাদী ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে বহুবাদী ব্যাখ্যায় সে বিশ্বাসী। বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তির মধ্য দিয়ে সে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করবে।"

'জয়শ্রী' মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা; বিভিন্ন সময়ে যাঁহারা ইহার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল :

| | |
|---|---|
| ১ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৮ | লীলাবতী নাগ |
| ২য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৯ | শকুন্তলা দেবী |
| ৩য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪০ | ঐ, বীণাপাণি রায়, এম. এ. (শেষার্ধ) |

| | |
|---|---|
| ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪১ | ঊষারাণী রায় |
| ৫ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪২ | ঐ |
| ৬ষ্ঠ বর্ষ | প্রচার বন্ধ ছিল |
| ৭ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৫-জ্যৈষ্ঠ '৪৬ | লীলাবতী নাগ |
| ৮ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৬-জ্যৈষ্ঠ '৪৭ | লীলাবতী রায় |
| ৯ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৭-জ্যৈষ্ঠ '৪৮ | লীলা রায় |
| ১০ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৮-চৈত্র '৪৮ | ঐ |
| ১১শ-১৩শ বর্ষ, ফাল্গুন '৫৩-মাঘ '৫৬ | ঐ |
| ১৪শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৭- | ঐ |

**অঙ্কুর**। ইহা ছোটদের মাসিকপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮ (আগস্ট ১৯৩১)। সম্পাদক রেঃ সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম সংখ্যায় লেখেন :

"তোমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগী হইয়াছি।—আমি সৎ উদ্দেশ্যে দেশের বালক বালিকাদের কল্যাণার্থে স্বল্প মূল্যে ইহা প্রকাশ করিলাম।..এই কাগজখানি ভারতবিখ্যাত *Treasure Chest* নামক ইংরাজী কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উক্ত কাগজখানা যে ভাল এ বিষয় কাহারও অবিদিত নহে, সুতরাং উক্ত কাগজের অনেকাংশ বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইবে এবং যে সকল বালক বালিকা ইংরাজী জানে না তাহারাও তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবে।"

চতুর্দশ বর্ষ (আগষ্ট ১৯৪৪) হইতে 'অঙ্কুর' লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বি. এ., বি. টি-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

**মহিলা বান্ধব**। মহিলাদের এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন মিশনরী মহিলারা। আমরা বোলপুর হইতে প্রকাশিত ১৯৩২ সনের পত্রিকা (৪৮শ ভাগ) দেখিয়াছি; উহা মিসেস্ এস. কে. মণ্ডল-সম্পাদিত।

**বুলবুল**। এই পত্রিকাখানি বৎসরে তিন বার প্রকাশিত হইত। মহম্মদ হবিবুল্লা ও শামসুন নাহার ইহা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয়। 'বুলবুল' ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে লুপ্ত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

**আগন্তুক**। পরিমল মিত্রের পরিচালনায় এই মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে।

**এডুকেশন গেজেট**। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে অনুরূপা দেবী (কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) এই সাপ্তাহিক বার্তাবহের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।(৭)

**রূপশ্রী**। এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দেবী (ঘোষ) দুই বৎসর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

**অনুভব ও সাহিত্য**। এই নামের একখানি মাসিকপত্র জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

**গৃহ-লক্ষ্মী**। ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি (শারদীয়া সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা কনকপ্রভা দেব 'নিবেদনে' লেখেন :

"দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীপ্রগতির গতি ও প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মকে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সংবাদপত্রের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীহট্ট, তথা সমগ্র আসামে মাতৃজাতির উন্নতিবিধায়ক নারী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র নাই। সেই অভাব যথাসাধ্য দূর করিয়া বাংলা ও আসামের নারীজাতিকে জগৎবরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এই 'গৃহ-লক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিলাম। জানি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম,—জানি আমাদের এই দরিদ্র পীড়িত দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ—পদে পদে লাঞ্ছনা ইহার পুরস্কার। তবুও ইহা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। ভরসা—মা, ভগিনী ও স্বদেশবাসিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আমার এ অযোগ্যতার ভিতর দিয়াও যদি নারীজাতির কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয় তবে জীবন সার্থক মনে করিব।"

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পরে 'ভাদ্র ১৩৪৫' সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এই সংখ্যাটিকে 'প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা'

---

৭ দ্র. 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৪১।

বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 'শারদীয়া সংখ্যা'; ইহাতে ২২-৯-৩৮ তারিখে ট্রেনে লিখিত 'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী' মুদ্রিত হইয়াছে। 'গৃহ-লক্ষ্মী'র ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মাঘ ১৩৪৫ হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয়—**'জাগৃহি'** "আসামের মহিলা-পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক"। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

"'গৃহলক্ষ্মী' আজ 'জাগৃহি' নাম ধারণ করিয়া পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখক লেখিকাদের তাগিদ অপর দিকে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'গৃহলক্ষ্মী'র নাম পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় তাই আজ জাগৃহি নারী জাগরণের বার্ত্তা বহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা আমাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। নারী-জাতির যুগযুগান্তর সঞ্চিত বেদনার অবসানই আমাদের আদর্শ।"

আমরা 'জাগৃহি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার পর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না।

**মন্দিরা**। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

"পত্রিকার নাম 'মন্দিরা' কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আশা করি 'মন্দিরা' নিজেই নিজের পরিচয় দেবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে ভালো পরিচয়। তবু, উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে কিছু বলা দরকার।

"জাতির জীবনে আজ চলার গতিবেগ এসেছে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্ব্বদিকেই আজ মুক্তি-অভিযান সুরু হয়েছে। এই মুক্তি-অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় মন্দিরা।"

প্রথম দশ বৎসর 'মন্দিরা'র সম্পাদন-ভার মহিলা-হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল এইরূপ :

| | |
|---|---|
| ১৩৪৫ বৈশাখ - ১৩৪৬ চৈত্র | কমলা চট্টোপাধ্যায় |
| ১৩৪৭ বৈশাখ - ১৩৪৯ শ্রাবণ | কমলা দাশগুপ্তা |
| ১৩৪৯ ভাদ্র - ১৩৫২ অগ্রহায়ণ | স্নেহলতা সেন |
| ১৩৫২ পৌষ - ১৩৫৪ চৈত্র | কমলা দাশগুপ্তা |

**বিজয়িনী**। শিলচর হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশ-কাল আশ্বিন ১৩৪৭; সম্পাদিকা অরুণ চন্দের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না চন্দ,

বি. এ.। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা এইরূপ লেখেন :

"মহিলা সমাজের নিজস্ব একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও এতদঞ্চলে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের পৌনঃপৌনিক ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়া বহু ভয় ভাবনার মধ্যে আমরা স্থানীয় 'নারীকল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী সমাজের সেবাকল্পে 'বিজয়িনী' নামক সাময়িক পত্র লইয়া আপনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম।..আমাদের পরম সৌভাগ্য যে যাত্রারম্ভে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে ইহার নামকরণ করিয়াছেন।..আমাদের মহিলাসমাজে দুঃস্থ সহায় সম্বলহীনার সংখ্যা অগণিত। বিজয়িনী প্রকাশ দ্বারা আর্থিক কোন লাভ হইলে তাহা দুঃস্থ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

আমরা প্রথম বর্ষের 'বিজয়িনী'র সংখ্যাগুলির সন্ধান পাইয়াছি। তাহার পর বোধ হয় ইহার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।(৮)

**শিক্ষা**। এই মাসিকপত্রখানির প্রথম প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৭; সম্পাদিকা অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত আছে :

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। "শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।"

প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'আমাদের কথা'য় প্রকাশ :

"সমগ্র জগৎ যখন রণকোলাহলে শব্দায়মান, আমাদের অস্তিত্ব যখন দোলায়মান, আমরা সেই সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিলাম; কারণ যত দিন বাঁচিয়া আছি তত দিন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যদি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন পারিব না? শিক্ষার পরিকল্পনা, তাহার আলোচনা ও বিচার, নিত্যকালের ব্যাপার, সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। আমাদের দেশে যাঁহারা এ বিষয়ে দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন তাঁহাদের সাধনার ফল আমরা কিছু পরিমাণে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে আমাদের চিন্তাও পরিণতি লাভ করিবে, এই আশায় 'শিক্ষা' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।"

৮ অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'গৃহ-লক্ষ্মী' ও 'বিজয়িনী' পত্রিকা দুইখানির সন্ধান দিয়াছেন।

'শিক্ষা' এখনও চলিতেছে। কেবল মধ্যে এক বৎসর চারি মাস ইহার প্রচার বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ৮ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৯) পর্যন্ত চলিবার পর তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩৫০, অগ্রহায়ণ হইতে।

**আশ্রমী**। কেশবলাল বসু ও কমলবাসিনী দেবীর সম্পাদনায় রংপুর হরিসভা হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনের ১লা জানুয়ারি।

**মেয়েদের কথা**। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। কল্যাণী সেন, এম. এ. ইহার সম্পাদিকা। "বঙ্গবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি" ইহার উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত ছিল।

'মেয়েদের কথা' নানা কারণে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; মাঝে মাঝে অদর্শনও ঘটিয়াছে। ১৩৫৩ সালে চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারিত হইবার পর ইহার বিলুপ্তি ঘটে।

**জাগরণ**। ত্রৈমাসিক পত্র, বাঁকুড়া তরুণী সঙ্ঘ হইতে সুলতানা বেগমের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।(৯) ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা অদৃশ্য হইয়াছিল।

**প্রভাতী**। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানিও বাঁকুড়া হইতে সুধা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৯।

**অর্চ্চনা**। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'অর্চ্চনা'র প্রথম আবির্ভাব। এই মাসিকপত্রের ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) হইতে চিত্রিতা দেবী অন্যতর সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯ ঠিক এই সময়ে বাঁকুড়া হইতে "অরুণকুমারী রায়"-সম্পাদিত 'নবীনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরুণকুমার রায় নামে এক ছাত্র তখন বাঁকুড়ায় কলেজে পড়িত, নিবাস বরিশালে। সে ভাল বাংলা লিখিতে পারিত। অরুণকুমারই "অরুণকুমারী" হইয়া 'নবীনা'র সম্পাদিকা হইয়াছিল।

**মাতৃভূমি।** এই মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫২) হইতে অমিতা দত্তমজুমদার, এম. এ. সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

**পরিক্রমা।** এই ঋতু-সংকলনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৩। সম্পাদিকা কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। ইহার মাত্র চারিটি সংখ্যা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

**মহিলা।** বীণা গুহ, এম. এ.-র সম্পাদনায় "মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র" 'মহিলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

> "মহিলাতে রসসাহিত্যের পরিবেশন করিতে গল্প উপন্যাস কবিতা ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রবন্ধাদি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি থাকিবে—অধিকন্তু থাকিবে মেয়েদের জ্ঞাতব্য ও ব্যাবহারিক দিক, যাহা বর্ত্তমানে অন্য কোনও পত্র পত্রিকায় থাকে না।..আমরা পরিকল্পনা করিয়াছি যে, মহিলাতে সাহিত্য ছাড়া, রূপচর্য্যা, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, দেহচর্চ্চা অর্থাৎ স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি, গৃহ ও গৃহস্থালী, সেলাই, রান্না, পরিচ্ছদ, চিত্রকলা, ও আল্‌পনা, সঙ্গীত, কুটীরশিল্প, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, শিক্ষা, নারীজাতির জ্ঞাতব্য ও আলোচ্য প্রশ্নোত্তর এবং কন্যা, জায়া ও জননীর কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকিবে। এতদ্ভিন্ন দেশ-বিদেশের নারী, সাময়িক অনুবাদসাহিত্য, মেয়েদের উল্লেখযোগ্য রচনার নাম, মেয়েদের সভা-সমিতির সংবাদ, মেয়েদের অভাব অভিযোগ, মেয়েদের খেলাধূলা প্রভৃতির সংবাদও নিয়মিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।"

'মহিলা'র দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী আশা দেবী, এম. এ. সম্পাদিকা নিযুক্ত আছেন; "সম্পাদনা-পরিষৎএর সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী"।

**মহিলা-মহল।** "মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত অ-দলীয় পাক্ষিক পত্রিকা"; সম্পাদিকা অঞ্জলি সরকার এম. এ., কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও গীতা বোস; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ আষাঢ় ১৩৫৪। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকাগণ প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

> "অতি অল্পসংখ্যক বাঙলা পাক্ষিক পত্রের মধ্যে 'মহিলা-মহলে'র একটি বিশিষ্ট আসন প্রাপ্য, কারণ, এর পরিচালনা এবং সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন মেয়েরা। বর্ত্তমান সমস্যা-বিড়ম্বিত দিনে মেয়েদের এমন একটি মুখপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন যার ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধেও নিজেরা আলোচনা

করতে পারেন। এমন কি সমাজকে সচেতন করতে পারেন, বিবিধ দুরারোগ্য কঠিন ও জটিল রোগ যা আমাদের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে বিপন্ন করে ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। আর পারেন জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে। শুধু সাহিত্যের পসরা নিয়ে ভাবরাজ্যে বিচরণ করবার জন্যে 'মহিলা-মহলে'র আবির্ভাব নয়—মেয়েদের জীবনের সত্যিকারের যে সব সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে ক্ষয়রোগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য-জীবনকে নষ্ট করছে তার সমাধান করা এবং সমাজ-জীবন থেকে নানাবিধ কু-আচার ও কু-নীতিকে বিদেয় করতে 'মহিলা-মহল' কৃতসংকল্প। 'মহিলা-মহল' নামকরণের উদ্দেশ্য নয় পুরুষদের এর এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা, যে ভাবে যেটুকু সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে, অকুণ্ঠিত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা' গ্রহণ করা হবে। তবে মেয়েদের উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশে যেন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এই অ-দলীয় পত্রিকাটি।"

১৩৫৫ সালের ১লা আষাঢ়-সংখ্যা হইতে অঞ্জলি সরকার একাই পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ১৩৫৬ সালের ১লা ভাদ্র হইতে গীতা বোস 'মহিলা-মহল' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫৭) হইতে ইহা মাসিকে পরিণত হইয়াছে।

**সংগঠন।** ১৩৫৪ সালের ২রা শ্রাবণ এই নামের একখানি পাক্ষিক পত্রিকা শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে :

"'সংগঠন' সাহিত্যিক-ও-সাহিত্য-ঘেঁষা পত্রিকা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জাতির এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির ও সংযমের যথাযথ বিকাশে যে রচনা সাহায্য করিবে ও যে রচনার প্রয়োজন থাকিবে তাহাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 'সংগঠনে'র বিশেষ অঙ্গ হইবে "চিন্তয়াসি", সংবাদ সংগ্রহ, গঠনকর্ম্ম-বিবরণ, কর্ম্মী, সংবাদ, জাতীয় সংগীত ও স্বরলিপি, জাতীয় পুস্তক পরিচয় ও প্রশ্ন উত্তর। এতদ্ভিন্ন গঠনকর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা কর্ম্মিগণের ও বিশেষজ্ঞগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে এবং গঠনকর্ম্মিগণ যে ভাবধারা দেশে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন তাহার দ্রুত প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রচারপদ্ধতি ও তাহার জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত গান, নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে। জাতিগঠনের মূল নীতি ও বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাতে এই গঠনকর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই 'সংগঠনে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।"

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শচীন্দ্রনাথ শোচনীয় ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী অংশুরাণী মিত্র পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫৪) হইতে 'সংগঠন' পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা হইতে 'সংগঠন' মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

**বেগম।** নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় "মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক" 'বেগম' প্রকাশিত হয় ৩রা শ্রাবণ ১৩৫৪ (২০ জুলাই ১৯৪৭)। ইহা মুসলিম নারীদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। "নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন এই সাপ্তাহিকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" প্রথম বর্ষের ১২শ সংখ্যা (২রা নবেম্বর) হইতে নূরজাহান বেগম একক পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

**শতাব্দী।** মাসিক পত্র, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৪; সম্পাদক মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রকাশ :

"বাঙ্গালার এক দুর্যোগময় সংকটমুহূর্ত্তে 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করল। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস আজ দুঃখভারাক্রান্ত। শারদ-শ্রী আজ বাঙ্গালাকে আনন্দ দান করতে পারছে না আজ বাঙ্গালা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বিমর্ষ। আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের মুখে বাঙ্গালাকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে বিভক্ত হতে হয়েছে।..

"নূতন জাতি, নূতন দেশ গঠন করবার মহান্ ব্রতে আমরা সবাইকে আহ্বান করি!.. আজ মায়ের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা নেবো—আমরা বৃথা সময় ক্ষেপণ করবো না, প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমরা জাতিগঠনমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত করবো, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেদের মনকে পঙ্কিল করে তুলবো না, জাতির কল্যাণে মনকে সব সময় নিয়োজিত করবো। আজ আমাদের একটি মাত্র ব্রত, সে ব্রত হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা।..

"সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বংস করে, তারই উপর আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আদর্শ সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মহান্ ব্রত নিয়ে আজ সবাইকে বৃহৎ সংহতির সাধনায় নিয়োজিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন তাকে নৈতিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—'শতাব্দী'র ব্রত হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতাব্দী' জনগণকে

সচেতন করে তুলবে। তাই 'শতাব্দী' আজ তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে : তাদের সকল শক্তি দিয়ে—'শতাব্দী'র ব্রতকে সার্থক করে তুলুন।"

'শতাব্দী'র আর একটি মাত্র সংখ্যা ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা "শতাব্দীর বিশেষ শিশু ও মহিলা সংখ্যা"।

**ললিতা।** সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা অরুণা বসু। ১৯৪৭ সনের শেষার্ধে ইহার একটি মাত্র সংখ্যা বউবাজার, মডার্ন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

**তরুণের স্বপ্ন।** ১৯৪৮ সনের ২৩শে জানুয়ারি (নেতাজীর জন্মতিথি) এই সচিত্র সাপ্তাহিকের প্রথম আবির্ভাব। ইহার সম্পাদিকা মালবিকা দত্ত। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাপ্তাহিকটির নাম দিয়েছি আমরা 'তরুণের স্বপ্ন'। এ থেকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায় যে পত্রিকাটি হতে চলেছে তরুণ সমাজের মুখপত্র—সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি; সব কিছু মিলিয়ে তরুণ মনের বিভিন্ন চিন্তাধারার যে সমন্বিত রূপ, হাজার হাজার তরুণজীবন স্বদেশের উন্নতিকল্পে যে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেন মনে মনে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে 'তরুণের স্বপ্নে'র পাতায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ জন্মলাভ করেছে এ সাপ্তাহিকটি।"

বর্তমানে 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিক পত্রে পরিণত হইয়াছে।

**উজ্জ্বল ভারত।** মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ), সহ-সম্পাদক রেণু মিত্র, এম. এ.; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মাঘ ১৩৫৪।

"উজ্জ্বল ভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে, এবং সে সবের মধ্যে একটি organic জীবনের সমগ্রতার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

প্রথম সংখ্যার সূচনায় 'আমাদের কথা' মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতে প্রকাশ :

"ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশকবলমুক্ত। এই মুক্ত ভারতকে মথিত করিয়া একটি উজ্জ্বল ভারত এবং তাহার অনুপ্রেরণায় একটি 'এক জগৎ' (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেজস্বী ব্যাখ্যান-

সাহিত্য সৃষ্টি এবং তাহারই ভিত্তিভূমিতে বাস্তবের দেশে, সর্ব্ববিধ সংগঠনক্ষেত্রে তাহার কর্ম্মগত ছন্দের ও প্রয়োগ-কৌশলের সম্যক্ আস্বাদন করাই এই উজ্জ্বল-ভারত পত্রের পরম প্রয়োজন।"

'উজ্জ্বল ভারত' এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

**ছেলেমেয়ে**। এদের যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে। সম্পাদিকা বাণী হালদার ও বেলা ভট্টাচার্য। 'ছেলেমেয়ে' একখানি সুপরিচালিত সচিত্র পত্রিকা, কিন্তু ইহা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক, কোনো পর্যায়েই পড়ে না। এ যাবৎ ইহার তিনটি মাত্র খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে :

| | |
|---|---|
| ১ম খণ্ড | শ্রাবণ ১৩৫৫ (১৫ই আগস্ট ১৯৪৮) |
| ২য় খণ্ড | মাঘ ১৩৫৫ |
| ৩য় খণ্ড | আশ্বিন ১৩৫৬ |

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে শিশু পালনের অব্যবস্থায় যে শত শত অনাদৃত শিশু রুগ্ন, অসহায়—বিকলস্নায়ু হয়ে জাতিকে পঙ্গু ক'রে তোলে, তার অবসান ঘটুক। 'শিশু ভাবী জাতির পিতা, জাতির মেরুদণ্ড'—এই উপলব্ধি শুধু মুখের কথায় পর্য্যবসিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে তোলার প্রয়াস যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহে জাতির সম্পদ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও লালনের সুব্যবস্থার পূর্ণ আয়োজন হোক্।"

**ঘরে বাইরে**। ইহা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাসিক মুখপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৫; সম্পাদিকা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জুশ্রী দেবী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"'ঘরে বাইরে' কি লিখবে, কি বলবে, কাদের কথাকে তুলে ধরবে সামনে—প্রশ্ন আসবে পাঠক পাঠিকাদের তরফ থেকে। বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে এর উত্তরও খুব অজানা নয়। আত্ম-রক্ষা সমিতি সেই মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান,—যারা সমাজে, সংসারে, অর্থনীতি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় না কোনদিন; বঞ্চিত হয় সকল রকম অধিকার

থেকেই। এই মেয়েদের সঙ্গত অধিকারের দাবী নিয়েই আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলন। যে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা নারীর শক্তিকে করে অপচয়, বঞ্চিত করে তাকে মানুষের অধিকার থেকে—সে ব্যবস্থাকে 'সুশাসন' বা সুবিচার বলে মেনে নেয় নি আত্মরক্ষা সমিতি, নেবেও না কোনদিন। এই বঞ্চিত মানুষের কথাকেই 'ঘরে বাইরে' পেঁছে দেবে ঘরে ঘরে। এদেরই বঞ্চিত জীবনের লাঞ্ছিত চেহারাকে কথায়-কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলবে 'ঘরে বাইরে'।

"এক ফালি জমির অভাবে যে কৃষক-বধূর শান্ত-সুশ্রী সংসারখানি উৎসন্নে গেল, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়েও যে মজুর মেয়েটি শিশুর মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারলো না, বেকার স্বামীর সংসারে যে মেয়েটি স্বামী-সন্তানের উপোস সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিল—তাদের খবর সংবাদপত্রে স্থান পায় না। অথচ এই তো আমাদের সোনার বাংলার ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র পাতায় পাতায় আসন নেবেন এঁরাই; আর আসন নেবেন তাঁরা—যাঁরা মুখ বুজে মরণকে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে পা দিয়েছেন, অপমৃত্যুর হাত থেকে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান নি যাঁরা।

"এই তো গেল ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র দরজা খোলা থাকবে দেশবিদেশের বোনদের জন্যও সাগ্রহ, সমাদরে। সমস্যায় ও সংগ্রামে যাদের মিল আছে, সমাধানের পথে যারা অগ্রণী, ভৌগোলিক সীমারেখা টেনে নাম তাদের বিদেশী হলেও, দূরের মানুষ নয় তারা। এমনি আপন জনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে সঙ্কোচ করবে না 'ঘরে বাইরে'।..

"মেয়েদের মুখপত্রে শুধু কি নীরস, কঠোর, একঘেয়ে বঞ্চিত জীবনের ঘ্যানঘ্যানানি দিয়ে থাকবে ঠাসা? আর ঠাঁই হবে না সরস মুধর গল্প-কবিতা-সুসাহিত্যের? সুসাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা না তুলেও মুখপত্রের তরফ থেকে এর সহজ জবাব হোল—'নিশ্চয়ই হবে'। শুধু স্মরণ রাখতে অনুরোধ—নিরুদ্দেশ যাত্রা 'ঘরে বাইরে'র নয়। যুগান্তের বঞ্চনা, মানুষ্যত্বের চরম অবমাননা, নারীত্বের সীমাহীন লাঞ্ছনা থেকে যে মেয়েরা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইছে—সুসাহিত্য তাদের মনে আনবে আশা, বুকে দেবে ভরসা—শিল্পীর কাছে সাধারণ মানুষের দাবী তো এই-ই।..

"লেখিকারা লিখবেন আর পাঠিকারাই পড়বেন—এমন পর্দ্দানশীন জেনানা মহল মোটেই নয় কিন্তু 'ঘরে বাইরে'। এ ব্যাপারে সমান অধিকার ঘোষণা থাকলো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।"..

চার-পাঁচ সংখ্যার পর সম্পাদিকা 'ঘরে-বাইরে' প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হন।

**একাল**। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা শিপ্রা গুহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৫৫। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"আজকের দিনে মানুষের নিরপেক্ষ সত্যবোধ ও সত্যপ্রকাশই একমাত্র পাথেয়। সেই নিরপেক্ষ সত্যবোধই 'একালে'র প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করবে। 'একালে'র মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হবে মানুষের মনুষ্যধর্ম্মী মনের দ্বারা।..'একাল' শুধু সংকীর্ণতম বর্ত্তমানের অরাজকতা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মহাযুদ্ধের অসহায় আর্ত্তনাদ নয়, 'একাল' সেই আগামী কালের মুখপাত্র, সেই দিনের পথপ্রদর্শক, সেখানে মানুষের দুঃখের শান্তি, সভ্যতার কল্যাণী রূপ। 'একালে'র কথা শুধু সর্ব্বনাশের কথা নয়; সে কথা—প্রতিশ্রুতির কথা, অঙ্গীকারের কথা।

"এই যান্ত্রিক সভ্যতাক্লিষ্ট মানুষের মনে যে সনাতন সত্য আর্ত্তনাদ করছে তাকেই মুক্ত করার কাজ 'একালে'র।..সেই সত্যই মানুষকে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যা নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ। 'একাল' সেই মানব সভ্যতার জন্মলগ্নে সত্যের পূজারী হতে চলেছে। তার প্রকৃত পরিচয় মানুষের শুভ বুদ্ধির নিরপেক্ষ সত্য নির্ণয়েই।..

"আমি সেই সাধারণ লেখক সমাজকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—যাদের মাথায় আছে নতুন চিন্তাধারা, কলমে আছে জোর কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রের অভাবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত। এ ছাড়া 'একাল' পত্রিকা প্রকাশের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

ইহার মাত্র দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় বা শেষ সংখ্যার তারিখ ২৬ কার্তিক ১৩৫৫।

**শ্রীমতী**। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব ১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"আমাদের দেশ ও সারা পৃথিবীতে নানান কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে; কিন্তু সমস্যা রয়েছে, একথা জোর গলায় প্রচার করলেই সমস্যার সমাধান হয় না।.. আমাদের দরকার এখানে সমস্যাগুলি ভাল ক'রে তলিয়ে বোঝবার; আমরা মেয়েরা, সেখানে কি করতে পারি, কোন পথ ধরতে পারি, বাঁ কি ডাইনে কোন মোড় নিতে পারি, এ সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে ব'লে মনে করি।—আমাদের আশা আছে, সন্ধানী আলো যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে কোথায় প্রশস্ত পথ, কোথায় খানা ডোবা, কোথায় পথচলা সরু বাঁকা পথ, কোথায়

ভাঙ্গা সেতুর নির্দেশ দেয়, তেমনি এখানেও; কোথায় আমরা রয়েছি, ও কোন রাস্তা ধরে কত দূর যেতে পারি, তার থেকে একটা আন্দাজ অন্তত আমরা সেই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে পাব। অন্ধকারে, বিচারবুদ্ধিহীন আবেগে কিছু একটা করার তাগিদে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে পথঘাট জেনে অগ্রসর হওয়া ভাল নয় কি?

"আর একটা খুব বড় অথচ সহজ সত্য আছে, যেটা আমরা ভুলে যাই বা যার যথেষ্ট মর্যাদা দিই না। আমরা ভুলে যাই যে দেশের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, আমাদের বাড়ীঘরকে সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত করবার, আমাদের ছেলেমেয়েদের সুস্থ, শিক্ষিত ও যথাযথভাবে গড়ে তোলবার, আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রীতি ও স্নেহের ভিত্তিতে স্থাপন করার, রুচি ও কলার অনুশীলন করার, পুরোনো-কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা কখনও যাবে না। এদের দাবী কমবে না বরং বাড়বে। রাজনীতিক বা অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যত এগিয়ে যাই-ই না কেন, আমাদের পারিবারিক জীবন যদি অসুস্থ, অজ্ঞ ও কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহলে অন্য সব উন্নতি স্থায়ী হবে না; তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। এ সম্বন্ধে শুধু সজাগ নয়, আমাদের সক্রিয় হ'তে হবে। এই পত্রিকা যদি সামান্যভাবেও সেদিকে সাহায্য করতে পারে, তবে তার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য কতটা সফলতা সে বিষয় লাভ করবে, তা' নির্ভর করে পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতায় ও নির্ভীক সমালোচনায়। আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব—ও সেই ভাবে পত্রিকাখানিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করব।..."

'শ্রীমতী' এখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

**জয়া।** ভূতপূর্ব 'ঘরে বাইরে'-সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী দেবী ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সরকার ইহার প্রচার রহিত করেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ।** এই 'ভাগবতীকথা পত্রিকা' মাসিক আকারে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কিরণচন্দ্র দে চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নবম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৬) হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন অনুরূপা দেবী।

**সুলতানা।** "পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৯। সম্পাদিকা বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু। বাংলার মহিলা-সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া এই

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই; ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ ২৯এ এপ্রিল।

**নওবাহার**। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫৬; সম্পাদিকা মাহ্‌ফুজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তাফার পত্নী। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

" 'নওবাহার' কোন দলীয় প্রচার-পত্র নয়। এ নিছক একখানি সাহিত্য-পত্র। ইহাতে থাকিবে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ। বাস্তব রাজনীতির কোন আলোচনা ইহাতে থাকিবে না, তবে রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন—যাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—তাহার আলোচনায় বাধা নাই।

"পাকিস্তান-বিরোধী কোন বিষয়বস্তুও 'নওবাহারে' স্থান পাইবে না; তবে প্রয়োজন বোধে কোন কোন বিষয়ে সুস্থ গঠন-মূলক সমালোচনা ও ইঙ্গিত দ্বারা গভর্নমেণ্ট এবং দেশবাসীকে আমরা সাহায্য করিব।..

"নারী-প্রগতি 'নওবাহারে'র অন্যতম সাধনা হইবে। তবে নারী-প্রগতির আধুনিক বিকৃত আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না। নারীর সত্যিকার জাগরণই আমরা কামনা করিব। ইসলাম নারীজাতিকে যে অধিকার ও মর্য্যাদা দিয়াছে, তাহাকে সমাজে আমরা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। পাকিস্তানের নারীরা যাহাতে পাকিস্তানমনাঃ হইয়া উঠেন; গৃহ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মুসলিম জাহানের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ যাহাতে তীক্ষ্ন হয়, এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ব-সভায় যাহাতে বাংলার মুসলিম নারী তাঁহার গৌরবময় আসন লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য 'নওবাহার' সর্ব্বদাই তাঁহাদের খিদমতে হাজির থাকিবে।"

**মানসী**। "পূর্ব্ববঙ্গের অভিজাত মাসিক পত্রিকা", পাবনা হইতে ১৩৫৭ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। সম্পাদিকা—কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত, সহঃসম্পাদিকা—অণিমা গুপ্তা।

এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ নয়। দ্রুত ধাবমান কালের সহিত তাল রাখিয়া নারীরাও চলিতে চাহিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠ মুখর হইয়াছে। বর্ষারম্ভে নবাঙ্কুরের মত নব নব পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিয়াছে, আবার কালের স্রোতে তাহাদের বিলয়ও ঘটিয়াছে, আমাদের কাল পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভাব পেঁছায় নাই। উপযুক্ত কর্ম্মী সন্ধানের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে, আমার বিশ্বাস আছে, বাঙালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস এক দিন উদ্ঘাটিত হইবে। সে কাজের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

# বিষয়-সূচী


অংশুরাণী মিত্র ২৭
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৪
'অঙ্কুর' ২১
অঞ্জলি সরকার ২৬-৭
'অনাথিনী' ৩
অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪
'অনুভব ও সাহিত্য' ২২
অনুরূপা দেবী ২২, ২৬, ৩৩
'অন্তঃপুর' ৯
'অবলাবান্ধব' ১
অমিতা দত্তমজুমদার ২৫
অরুণা বসু ২৯
'অর্ঘ্য' ১৯
'অর্চ্চনা' ২৫

'আগন্তুক' ২২
'আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা' ১২-৫
'আম্রেসা' ১৫
আরতি দত্ত ১৯
আরতি দেবী ১৯
আর্যনারীসমাজ ৫-৬
'আলোক' ১৯
আশা দেবী ২৬
'আশ্রমী' ২৫

ইন্দিরা দেবী ১২
ইন্দুনিভা দাস ১৭

'উজ্জ্বল ভারত' ২৯
'উৎসব' ১৫
উমেশচন্দ্র দত্ত, মজিলপুর ১
ঊর্মিলা সিংহ ১৮
ঊষারাণী রায় ২১

'একাল' ৩১-২
'এডুকেশন গেজেট' ২২

কমলবাসিনী দেবী ২৫
কনকপ্রভা দেব ২২
কমলা চট্টোপাধ্যায় ২৩
কমলা দাশগুপ্তা ২৩
কমলা মুখোপাধ্যায় ২৬
কল্যাণী সেন ২৫
কাদম্বরী দেবী ৪
কামিনী শীল, কুমারী ৭
কিরণবালা সেন ১৭
'কিশোরী' ১৫
কুমুদিনী মিত্র (বসু) ৯, ১২, ১৯
কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস ১২
কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ৮
'খৃস্টীয় মহিলা' ৭

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১১
গীতা বোস ২৬-৭
'গৃহ-লক্ষ্মী', শ্রীহট্ট ২২
'গৃহলক্ষ্মী' ১২
'ঘরে বাইরে' ৩০-১
চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু ১৬
চিত্রিতা দেবী ২৫
'ছেলেমেয়ে' ৩০

'জয়শ্রী' ২০-১
'জয়া' ৩৩
'জাগরণ' ২৫
'জাগৃহি' ২৩
জাহান-আরা চৌধুরী ১৫
জাহানারা আর্‌জু ৩৩
'জাহ্নবী' ১১
জ্যোৎস্না চন্দ ২৩
জ্যোৎস্নারাণী দত্ত ৩৪
জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত ২২
'জ্যোতিরিঙ্গণ' ১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ৫, ১৩
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৮

'তরুণশক্তি' ১৯
'তরুণের স্বপ্ন' ২৯
তরুণী সঙ্ঘ, বাঁকুড়া ২৫
তরুবালা সেন ২০
'ত্রিপুরা হিতৈষী' ১৮

থাকমণি দেবী ৩

'দীপক' ১৫
'দীপালি' ১৫
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ১৭

'নওবাহার' ৩৩-৪
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩
'নবীনা' ২৫
'নব্যভারত' ১৬-৭
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১১
'নারী-শিক্ষা' ১
নারীকল্যাণ সমিতি, শিলচর ২৪
নিরুপমা দেবী ৬, ১৫
নূরজাহান বেগম ২৮

'পরিক্রমা' ২৫
'পরিচারিকা' ১, ৫, ৬, ১৫
'পরিচারিকা', নব পর্যায় ৬, ১৫
পরিমল মিত্র ২২
'পাপিয়া' ১৯
'পুণ্য' ৮-৯
প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ৮-৯
প্যারীচাঁদ মিত্র ১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই ১
প্রতিভা দেবী ১২
'প্রদীপ' ১৫
প্রভাবতী পাইন ১৯
'প্রেম ও জীবন' ১২
ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী ১৭

'বঙ্গনারী' ১৮
'বঙ্গবাসিনী' ৭-৮
'বঙ্গমহিলা', পাক্ষিক ২-৩
'বঙ্গমহিলা', মাসিক ১
'বঙ্গলক্ষ্মী' ১৮-৯
বনলতা দেবী ৯
'বর্ষবাণী' ১৫
'বাঙ্গলার কথা' ১৬
বাণী হালদার ৩০
'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১
'বালক' ৮
'বালারঞ্জিকা' ১
বাসন্তী চক্রবর্তী ১০
বাসন্তী দেবী ১৬
'বিজয়িনী' ২৩-৪
'বিনোদিনী' ৩
বিভাবতী সেন ১৯
'বিরহিণী' ৮
বিরাজমোহিনী রায় ৯
বীণা গুহ ২৬
বীণাপাণি রায় ২০
'বুলবুল' ২১
'বেগম' ২৮
বেলা দেবী (ঘোষ) ২২
বেলা ভট্টাচার্য ৩০

'ভারত-মহিলা' ১০-১
'ভারত-লক্ষ্মী' ১২
'ভারতী' ৪-৫
'ভারতী ও বালক' ৫, ৮
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪
ভুবনমোহন সরকার, ডাক্তার ১
ভুবনমোহিনী দেবী ৩

মঞ্জুশ্রী দেবী ৩০, ৩৩
মণ্ডল, এস. কে., মিসেস ২১
'মন্দিরা' ২৩
'মহিলা' ২৬
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ৩০
'মহিলাবান্ধব' ২১
'মহিলামহল' ২৬-৭
'মাতৃভূমি' ২৫
'মাতৃ-মন্দির' ১৭-৮
'মানসী' ৩৪

মালবিকা দত্ত ২৯
'মাসিক পত্রিকা' ১
মাহ্‌ফুজা খাতুন ৩৩
'মাহিষ্য-মহিলা' ১২
মীরা চৌধুরী ৩২-৩
'মুকুল' ১০
'মুক্ত' ২০
'মেয়েদের কথা' ২৫
মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১
মোহিনী দেবী ৫-৬

যোগমায়া মাতাজী ১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ৮
রাজবালা দেবী ১৯
রাধানাথ শিকদার ১
রাধারাণী দেবী ১৫
'রূপরেখা' ১৫
'রূপশ্রী' ২২
রেণু মিত্র ২৯

লতিকা বসু ১৯
'ললিতা' ২৯
লাবণ্যপ্রভা মল্লিক ২১
লাবণ্যপ্রভা সরকার ১০
লীলাবতী নাগ (রায়) ২০-১
লীলাবতী মিত্র ৯

শকুন্তলা দেবী—'জয়শ্রী' ২০
শকুন্তলা দেবী—'মুকুল' ১০
'শতাব্দী' ২৮
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬
শরৎকুমারী চৌধুরাণী ৪, ৫
শান্তা দেবী ১৫, ১৯
শান্তিময়ী সেন ১২
শামসুন নাহার ২১
'শিক্ষা' ২৪
শিপ্রা গুহ ৩১
শিবনাথ শাস্ত্রী ১০
শ্যামাঙ্গিনী দে ৮

'শ্রমিক' ১৮
'শ্রীমতী' ৩২
'শ্রীরামকৃষ্ণ' ৩৩
'শ্রেয়সী' ১৭

'সংগঠন' ২৭
'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ১৩
সন্তোষকুমারী গুপ্তা ১৮
সফিয়া খাতুন, বেগম ১৫
সরযূবালা দত্ত ১০
সরলা দেবী ৫
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ১৮
সীতা দেবী ১৫
সুখতারা দত্ত ৯
সুচারু দেবী ৬
সুজাতা ঘটক ২৮
সুধা ঘোষ ২৫
সুধা দেবী ১৫
সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫
'সুপ্রভাত' ১২
সুফিয়া কামাল ২৮, ৩৩
সুবর্ণময়ী গুহ ১৫
সুরবালা দত্ত ১৮
'সুলতানা' ৩৩
সুশীলাবালা দেবী ৮
'সেবা ও সাধনা' ১৭
'সোনার কাঠি' ১৫
'সোহাগিনী' ৮
স্নেহলতা সেন ২৩
স্বর্ণকুমারী দেবী ৫
স্বর্ণপ্রভা সেন ২৪

'হিন্দুললনা' ৪
হিরণ্ময়ী দেবী ৫
হেমন্তকুমারী চৌধুরী ৯
'হেমলতা' ১
হেমলতা দেবী (ঠাকুর) ১৯
হেমলতা দেবী—'প্রেম ও জীবন' ১২
হেমলতা দেবী—'মুকুল' ১০